দর্শনায় ইয়াবা, ট্যাপেন্টাডল ও নগদ টাকাসহ গ্রেফতার ২

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা থানা পুলিশ মাদকবিরোধী অভিযান চালিয়ে ৪৫২ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট, ১০০ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট, নগদ ৩০ হাজার টাকা ও ৫টি মোবাইল ফোনসহ দুইজনকে গ্রেফতার করেছে।

জানা গেছে, মঙ্গলবার ভোর ৫টার দিকে দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদ শহীদ তিতুমীরের নেতৃত্বে এ অভিযান চালানো হয়। দর্শনা বাসস্ট্যান্ড টার্মিনালের পাবলিক টয়লেটের সামনের পাকা রাস্তায় এই অভিযান পরিচালিত হয়।

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে দর্শনা থানার চৌকস এসআই মাসুদুর রহমান সঙ্গীয় ফোর্সসহ অভিযান চালিয়ে দর্শনা মোহাম্মদপুর এলাকার মৃত আতিয়ার রহমানের ছেলে ও ইয়াবা ব্যবসার মূল হোতা নাজিম উদ্দিন ওরফে জনি ড্রাইভার (৪০) এবং একই এলাকার মৃত নাজিমুদ্দিন খন্দকার রুমির ছেলে মোহাম্মদ আলী ওরফে তানিম (২২)-কে গ্রেফতার করেন।

গ্রেফতারকৃতদের কাছ থেকে ৪৫২ পিস ইয়াবা, ১০০ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট, নগদ ৩০ হাজার টাকা এবং ৫টি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়।

এ ঘটনায় দর্শনা থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে একটি মামলা রুজু করা হয়েছে। গতকালই গ্রেফতারকৃত দুই আসামিকে চুয়াডাঙ্গা আদালতে সোপর্দ করেছে পুলিশ।

চুয়াডাঙ্গায় দেশীয় অস্ত্রসহ দুই চাঁদাবাজ আটক

চুয়াডাঙ্গায় সেনাবাহিনী অভিযান চালিয়ে পৌর এলাকায় দেশীয় অস্ত্রসহ দুইজন চাঁদাবাজকে গ্রেফতার করেছে।

মঙ্গলবার সকাল ৬টার দিকে ক্যাপ্টেন মঞ্জুরুল রহমান মাসফির নেতৃত্বে চুয়াডাঙ্গা পৌরসভার কলোনি পাড়ায় মঞ্জু হোসেনের বাড়িতে সেনাবাহিনী ও পুলিশের যৌথ অভিযানে ৫টি রামদা, ১টি চাপাতি, ২টি অ্যান্ড্রয়েড ফোন ও ১টি বাটন ফোনসহ আসামিদের আটক করা হয়।

আটককৃতরা হলেন চুয়াডাঙ্গা পৌরসভার কলোনি পাড়ার মৃত বাবর আলীর ছেলে মোঃ মঞ্জু হোসেন (৫২) এবং
একই এলাকার সেলিম হোসেনের ছেলে মোঃ রাতুল (২২)।

ক্যাপ্টেন মঞ্জুরুল রহমান মাসফি বলেন, দেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে জননিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ এবং আইন-বহির্ভূত কর্মকাণ্ড প্রতিরোধে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী পেশাদারিত্ব ও নিরপেক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে।

তিনি আরও বলেন, আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে এবং জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর এ ধরনের অভিযান ভবিষ্যতেও চলমান থাকবে। যেকোনো ধরনের অপরাধমূলক কার্যক্রমের তথ্য নিকটস্থ সেনা ক্যাম্প অথবা আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে অবহিত করার জন্য সর্বসাধারণকে অনুরোধ করা হচ্ছে।

আজ ৫ আগষ্ট চুয়াডাঙ্গা স্থানীয় শহীদ দিবস

আজ চুয়াডাঙ্গা জেলায় স্থানীয় শহীদ দিবস। দিনটি উযাপন উপলক্ষে দামুড়হুদা উপজেলা প্রশাসন নানা কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। এসব কর্মসূচির মধ্যে আজ সকাল ৮টায় পাকবাহিনীর হাতে নিহত ৮জন মুক্তিযোদ্ধার সৃস্মিস্তম্ভে পুস্পমাল্য অর্পন, জাতীয় ও মুক্তিযোদ্ধা পতাকা উত্তোলন ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করেছেন।

১৯৭১ সালের ৫ আগষ্ট চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর জেলার মধ্যবর্তী স্থান রতনপুর ও বাগোয়ান গ্রামের মাঝামাঝি মাঠে পাক-হানাদার বাহিনীর সাথে সমর সম্মুখ যুদ্ধে ১৫ জন মুক্তিযোদ্ধা অংশ নেন। এ যুদ্ধে

৭জন প্রাণে বেঁচে যায় ৮জন বীর মুক্তিযোদ্ধা নিহত হয়।

পাক হানাদার বাহীনির সাথে সমর সম্মুখ এ যুদ্ধে পাক-বাহিনীর ব্রাস ফায়ার ৮জন নিহত হয়। নিহতরা হলেন,শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধা হাসান জামান, আবুল কাশেম, রবিউল ইসলাম, কিয়ামুদ্দিন, আফাজ উদ্দিন, আলাউল ইসলাম খোকন, রওশন আলম, খালেদ সাইফুদ্দিন ও আহম্মেদ তারেক।

যুদ্ধে নিহত ৮জনের লাশ দামুড়হুদা উপজেলার জগন্নাথপুর গ্রামে কিতাব হালদারের জমিতে চাপা মাটি দেয় পাক-হানাদার বাহিনী। এরপর ১৯৯৮ সালে ৮কবর স্মৃতিস্তম্ভ নিমার্ন করা হয়। এরা পর থেকে আট কবর নামে এ স্থানটি পরিচিতি লাভ করে। আটকবর স্মৃতিস্তম্ভে প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও জাতীয় পতাকা,মুক্তিযোদ্ধা পতাকা ও কালো পতাকা উত্তোলন করা হবে বলেন জানান দামুড়হুদা উপজেলা নিবার্হী অফিসার তীথি মিত্র।

উল্লেখ্য ১৯৭১ সালের ৫ আগস্ট বাগোয়ান গ্রামের রাজাকার কুবাদ আলী ও তার সহযোগিরা ভারতের ভাতগাছী ও ব্রম্মনগর সীমান্তে অবস্থানকারী মুক্তিযোদ্ধাদের মিথ্যা সংবাদে দেয় পাকবাহীনি রতনপুর ও বাগোয়ান মাঠের ধান কেটে নিয়ে যাচ্ছে রাজাকাররা।
এ খবর পেয়ে ১৫জন মুক্তিযোদ্ধা তাদের অস্ত্র ও গোলা বারুদ নিয়ে বিকাল ৩টার দিকে রওনা ৪টার দিকে বাগোয়ান ও রতনপুর মাঠে পৌঁছায়। এদিকে আগে থেকে রাজাকার কুবাদ আলী ও তার সহযোগীদের প্লান অনুযায়ী নাটুদহ ক্যাম্পের পাক হানাদান বাহিনী ইংরাজী ইউ (ট) আকৃতিতে আবস্থান বা ওৎ পেতে ছিলো।

এ সময় ১৫জন মুক্তিযোদ্ধা রতনপুর ও বাগোয়ান মাঠে পৌছালে। মুক্তিযোদ্ধারা কিছু বুঝে ঊঠার আগে ওৎ পেতে থাকা পাকবাহিনী তিন দিক থেকে বৃষ্টিরমত গুলি বর্ষণ শুরু করে। মুক্তিবাহিনীও পাল্টা গুলি বর্ষণ করে। উভয় পক্ষের মধ্যে ব্যাপক গুলাগুলির এক পযার্য় মুক্তি বাহিনীর গুলা বারুদ শেষ হয়ে যায়।

এর মধ্যে ৭জন মুক্তিযোদ্ধা পিছু হটে প্রাণে বেঁচে গেলেও বাকি ৮জন মুক্তিযোদ্ধা ঘটনাস্থলে নিহত হয়। যরে যুদ্ধ শেষে পাক-বাহিনী ৮জন মুক্তিযোদ্ধার লাশ গুরুর গাড়িতে করে নিয়ে নাটুদহের জগন্নাথপুর গ্রামের নিকট মাঠে একটি গর্ত করে মাটি চাপা দিয়ে দেয়। স্থানীয় লোকজন নিহত মুক্তিযোদ্ধাদের যানাজা করতে চাইলে পাক-হানসাদার বাহিনী তাদের যানাজা করতে দেয়নি। গণকবর দেওয়া সেই ৮জন মুক্তিযোদ্ধার কবরটি ৮ কবর নাম পরিচিতি পায়।

১৯৯৮ সালে ৬৬ শতক জমির উপর তৎকালিন এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী কামরুল ইসলাম সিদ্দিক একাট স্মৃতিস্তম্ভ নিমার্ন করে দেন। এবং বর্তমান সরকারের চুয়াডাঙ্গা-০১ আসনের সংসদ সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা সোলাইমান হক জোয়াদ্দার নিহত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের একটি যাদু ঘর নিমার্ন করে দিয়েছেন।

এ আট কবরটি ৩৩ শতক জমির উপর বিভিন্ন প্রজাতির ১১২টি গাছের ছায়া দিয়ে ঘিরে আছে আট কবর সৃস্মি স্তম্ভটি।

দর্শনার পরানপুর- লোকনাথপুর সড়কে গাছ ফেলে ভ্যান ছিনতাই

দর্শনা পরানপুর লোকনাথপুর সড়কে ছিনতায়ের ঘটনা ঘটেছে। এলাকা সূত্রে জানা গেছে, গতকাল রবিবার রাত ৯টার দিকে লোকরাথপুর বাসস্ট্যান্ড থেকে দুইজন মহিলা ভ্যানযোগে পরানপুর গ্রামের দিকে আসছিল।

এসময় লোকনাথপুর পরানপুর সড়কের ধাপড়ী মাঠের বাশঁঝাড়ের নিকট সড়কে বাঁশ কেটে ও গাছ ফেলে সড়ক অবরোধ করে। ভ্যানে থাকা দুই মহিলার নিকট থেকে একটি সোনার চেইন ও কানের দুল ও কিছু নগদ টাকা ছিনতাই করে নিয়ে যায় ছিনতাইকারীরা। তবে ভুক্তভোগীদের কারো সাথে দেখা করা সম্ভব হয়নি। জৈনক এক মোটর সাইকেল আরোহী ঐ সড়কে আসার সময় তাদের সাথে দেখা হয়। তিনিই এ ঘনাটি জানান সাংবাদিকদের কাছে। তবে তিনি কারো নাম ঠিকানা বলতে পারেনি। এ বিষয় দর্শনা থানার অফিসার্স ইনচার্জ শহীদ তিতুমীর এর নিকট জানতে চাইলে ঘটনা জানেনা বলে জানান। ঘটনাটি শুনার পর সঙ্গীও ফোর্স নিয়ে ঘটনা স্থলে গিয়ে সড়কের পাশে বাঁশ ফেলে রাখতে দেখেন। এসময় দামুড়হুদা থানার অফিসার্স ইনচার্জ হুমায়ন কবির ও দ্রুত ঘটনা স্থলে পৌঁছে কাউকে পাননি বলে জানা গেছে।

তবে এ ঘটনায় ভ্যান চালককে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য দামুড়হুদা মডেল থানায় নিয়ে গেছে। দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মাকর্তা জানান ঘটনাটি দামুড়হুদা মডেল থানা এলাকা বলে জানান, দর্শনা থানার

অফিসার্স ইনচার্জ শহীদ তিতুমীর।

জীবননগরে পানিতে ডুবে দুই স্কুল ছাত্রের মর্মান্তিক মৃত্যু

চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলায় নদীতে গোসল করতে গিয়ে পানিতে ডুবে দুই শিশুর মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। গতকাল রোববার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে উপজেলার মুক্তারপুর গ্রামে ভৈরব নদীতে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলো—মুক্তারপুর গ্রামের ঈদগাহপাড়া এলাকার সজিব হোসেনের ছেলে রিমন হোসেন (৭) এবং একই এলাকার জুয়েল মিয়ার ছেলে জুনায়েদ হোসেন (৭)। তারা দু’জনই কুলতলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণির শিক্ষার্থী ছিল।

পরিবার সূত্রে জানা যায়, স্কুল ছুটি শেষে দুপুরে রিমন, জুনায়েদ ও রাব্বি নামের তিন বন্ধু মিলে বাড়ির পাশের ভৈরব নদীতে গোসল করতে যায়। নদীতে পাটজাগ দেওয়া ছিল। গোসলের একপর্যায়ে তারা সেই পাটজাগের ওপর উঠে খেলা করছিল। হঠাৎ রিমন পা পিছলে পানিতে পড়ে যায়। তাকে বাঁচাতে গিয়ে জুনায়েদও পানিতে ডুবে যায়। সঙ্গে থাকা রাব্বি দৌড়ে বাড়িতে গিয়ে বিষয়টি জানায়।

পরিবার ও স্থানীয়রা দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে নদী থেকে শিশু দুটির মরদেহ উদ্ধার করে।

জীবননগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মো. মামুন হোসেন বিশ্বাস জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে। আইনগত প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

এই ঘটনায় মুক্তারপুর গ্রামে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

চুয়াডাঙ্গায় ২২৩ বোতল রেক্টিফাইট স্পিরিটসহ একজন আটক

চুয়াডাঙ্গা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ২২৩ বোতল রেক্টিফাইট স্পিরিট সহ যুগিরহুদার সোহেল (৪৫) কে আটক করেছে।

জানাযায়,গতকাল রবিবার বিকালে দামুড়হুদা মহাসড়ক থেকে ২২৩ বোতল রেক্টিফাইট স্পিরিটসহ তাকে আটক করে।এ ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ দাম একটি মামলা দায়ের করেছে। গতকালই তাকে চুয়াডাঙ্গা কোর্ট হাজতে সোপর্দ করেছে দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশ।

আলমডাঙ্গা শহর ঘেঁষা আসাননগরে ভোগান্তি ; কাঁচা রাস্তা ডুবে আছে কাদায়

আলমডাঙ্গার শহরতলির আসাননগরে স্বাধীনতার ৫৪ বছরেও উন্নয়নের ছোঁয়া লাগেনি। কাঁচা রাস্তায় নিত্যকাদায় ডুবে মানবেতর জীবন করছে।অসুস্থ রোগী, শিক্ষার্থী ও লাশ পর্যন্ত আটকে পড়ে ঘরে!

আলমডাঙ্গা শহরের কোলঘেঁষা আসাননগর গ্রামের মানুষ যেন বঞ্চনার আরেক নাম। স্বাধীনতার পাঁচ দশক পেরিয়ে গেলেও এখানকার প্রধান রাস্তাটি এখনো কাঁচা। ফলে গ্রামের পাঁচ হাজার মানুষ বছরের বেশিরভাগ সময় কাটান কাদাপানিতে হেঁটে, পা পিছলে পড়ে, অসুস্থতা আর ক্লান্তির বোঝা নিয়ে।

গ্রামটির পশ্চিম ও উত্তরে জিকে সেচ খাল, দক্ষিণ ও পূর্বে কুমার নদী থাকায় আসাননগর গোলাকৃতি একটি দ্বীপগ্রামের মতো—বাইরে যাতায়াতের একমাত্র ভরসা একটি রাস্তা, সেটিও এখন চলাচলের

[illegible] [illegible] [illegible] [

মান উন্নয়নের প্রথম ধাপ। তারাই চান—জরুরি ভিত্তিতে অন্তত মসজিদ, গোরস্থান ও ঈদগাহে যাওয়ার সড়কটি পাকা হোক।

আসাননগর গ্রামের বাসিন্দারা সরকারের উচ্চ মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, “আমরা রাস্তাই চাই, আর কিছু না। অন্তত একজন মানুষ মারা গেলে যেন ঠিকমতো জানাজা দেওয়া যায়, শিশুরা যেন ভিজে কাদা ডিঙিয়ে স্কুলে না যায়, আর অসুস্থ রোগী যেন কাঁধে নয়, ভ্যানে করে হাসপাতালে যেতে পারে।”

এই চরম দুর্ভোগ থেকে কখন মুক্তি মিলবে—সে প্রশ্নই এখন আসাননগরবাসীর হৃদয়জুড়ে।

দর্শনায় পুর্ব শত্রুতার জেরে শাহারুলকে কুপিয়ে জখম

দর্শনায় পুর্ব শত্রুতার জের ধরে বিএনপির গ্রুপের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটছে।এতে মারাত্মকভাবে জখম হয়েছে দর্শনা মোবারকপাড়ার পিয়ার আলীর ছেলে শাহারুল(৩৫) নামের একজন।

তাকে মুমুর্ষ অববস্থায় চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করেছে।ঘটনার বিবরনে জানাগেছে,গত পরশু মামুন নামের একজন দর্শনা রেল বাজার কাঁচা পট্রিতে বসে ছিল।বসে থাকা অবস্থায় পরানপুর গ্রামের আঃ জলিলের ছেলে শিমুল ও জাবেদ তাকে মারধর করে।

এ ঘটনার জের ধরে রবিবার রাত সাড়ে ৮ টার দিকে পরানপুর গ্রামের শিমুল, জাবেদ,জনি ও রানা মোবারক পাড়া শাহারুলের বাড়িতে হামলা চালায়।হামালা চালিয়ে শাহারুলকে রামদা ও হাতুড়ি দিয়ে কুপিয়ে ও পিটিয়ে মারাত্মকভাবে রক্তাক্ত জখম করে।তার সারা শরীলে ধারালো অস্ত্রের আঘাতে ১৬ টি সেলাই গিয়েছে বলে জানাগেছে।

শাহারুলকে মুমুর্ষ অবস্থায় চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করে।এ ঘটনায় শাহারুলের পিতা পিয়ার আলী বাদি হয়ে দর্শনা থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেছে।এ বিষয়ে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ

মোহাম্মদ শহীদ তিতুমীর বলেন, এ ঘটনায় দর্শনা থানায় ৪ নাম উল্লেখ করে মামলা হয়েছে।তবে এখনো পর্যন্ত কোন আসামীকে গ্রেফতার করতে পারেনী।

আলমডাঙ্গা কৃষি কর্মকর্তা সারের মজুত ও সরবরাহ পরিস্থিতি সরেজমিনে পরিদর্শন

আলমডাঙ্গার বিভিন্ন ইউনিয়নে সারের মজুদ ও সরবরাহ পরিস্থিতি সরেজমিনে পরিদর্শন করেন এবং কৃষকদের প্রয়োজন অনুযায়ী সঠিক সময়ে সার সরবরাহে প্রশাসনের তৎপরতা নিশ্চিত করেন।

আলমডাঙ্গা উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে গতকাল রোববার সকাল থেকে সারের মজুদ ও সরবরাহ পরিস্থিতি সরেজমিনে পরিদর্শন করেছেন উপজেলা কৃষি দপ্তরের কর্মকর্তারা। চলতি খরিপ-২ মৌসুমে কৃষকদের নিরবচ্ছিন্ন কৃষিকাজ নিশ্চিত করতে এবং সঠিক সময়ে প্রয়োজনীয় সার সরবরাহে স্বচ্ছতা আনতেই এই মাঠপর্যায়ের মনিটরিং কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে।

পরিদর্শনে নেতৃত্ব দেন আলমডাঙ্গা উপজেলার সুযোগ্য উপজেলা কৃষি অফিসার জনাবা রেহানা পারভীন। তিনি প্রত্যন্ত ইউনিয়নগুলোর সরকার অনুমোদিত সার ডিলারদের গুদাম ঘর ঘুরে দেখেন এবং সরবরাহের হালচাল সম্পর্কে খোঁজ নেন। তার সঙ্গে ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার জনাব উদয় রহমান এবং উপজেলা কৃষি অফিসের আওতাধীন বিভিন্ন উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাবৃন্দ।

পরিদর্শনকালে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের কৃষকদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন কর্মকর্তারা। কৃষকরা যাতে নির্ধারিত মূল্যে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় সার সংগ্রহ করতে পারেন সে বিষয়ে তারা সরাসরি খোঁজখবর নেন। কোনো কৃষক সার সংকটে রয়েছেন কি না, অথবা কোথাও অতিরিক্ত দামে বিক্রির অভিযোগ আছে কি না, তাও খতিয়ে দেখা হয়।

উপজেলা কৃষি অফিসার রেহানা পারভীন জানান, সরকার কৃষকদের উৎপাদন খরচ সহনীয় রাখতে ভর্তুকি মূল্যে ইউরিয়া, টিএসপি, ডিএপি এবং এমওপি সার সরবরাহ করে আসছে। কিন্তু এই সার যেন কেউ মজুদ করে কৃত্রিম সংকট তৈরি করতে না পারে বা নির্ধারিত মূল্যের বেশি দামে বিক্রি করতে না পারে, সেজন্য নিয়মিতভাবে ডিলার মনিটরিং করা হচ্ছে। তিনি বলেন, কোথাও কোনো অনিয়ম ধরা পড়লে তাৎক্ষণিকভাবে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

পরিদর্শনে দেখা যায়, অধিকাংশ ডিলারদের গুদামে পর্যাপ্ত পরিমাণ সার মজুদ রয়েছে। কৃষকরা জানাচ্ছেন, চলতি মৌসুমে তারা তুলনামূলকভাবে সঠিক সময়ে সার পাচ্ছেন এবং কোনো বাড়তি মূল্য দিতে হচ্ছে না। আলমডাঙ্গার হাপানিয়া গ্রামের কৃষক নজরুল ইসলাম বলেন, “এবার এখনো পর্যন্ত সময়মতো সার পেয়েছি। আগে কখনো কখনো লাইনে দাঁড়িয়ে থেকেও ফিরে আসতে হতো। এবার তেমন সমস্যা হয়নি।”

কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার উদয় রহমান জানান, মাঠপর্যায়ে তদারকি কার্যক্রম আরও জোরদার করা হয়েছে। সার বিতরণে কোনো অনিয়ম সহ্য করা হবে না। প্রতিটি ইউনিয়নে উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তারা নিয়মিতভাবে বাজার ও গুদাম ঘুরে সরবরাহের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করছেন।

জানা গেছে, চলতি খরিপ-২ মৌসুমে আলমডাঙ্গা উপজেলায় ইউরিয়া, টিএসপি, ডিএপি এবং এমওপি সারের চাহিদা অনুযায়ী মজুদ রাখা হয়েছে। এই মৌসুমে উপজেলার কৃষকদের জন্য প্রায় ১২০০ মেট্রিক টন ইউরিয়া, ৫০০ মেট্রিক টন ডিএপি, ৪৫০ মেট্রিক টন টিএসপি এবং ৪৩০ মেট্রিক টন এমওপি সার সরবরাহ নিশ্চিত করা হচ্ছে। এরই মধ্যে বড় একটি অংশ কৃষকদের মধ্যে বিতরণ সম্পন্ন হয়েছে। সরকার নির্ধারিত মূল্য অনুযায়ী ইউরিয়া ১৬ টাকা, ডিএপি ১৬ টাকা, টিএসপি ২২ টাকা এবং এমওপি ১৫ টাকা কেজি দরে সরবরাহ করা হচ্ছে।

উপজেলা কৃষি বিভাগ জানিয়েছে, সার ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে উপজেলা পর্যায়ে একটি মনিটরিং কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটি নিয়মিতভাবে সরবরাহ ও বিতরণ ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করছে। কৃষকদের যাতে প্রতারণার শিকার হতে না হয় এবং কোনো অবস্থাতেই যেন কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি না হয়, সেটিই হচ্ছে প্রশাসনের মূল লক্ষ্য।

কৃষি কর্মকর্তারা আশা প্রকাশ করেন, চলতি মৌসুমে কৃষকরা সঠিক সময়ে পর্যাপ্ত পরিমাণে সার পেয়ে তাদের কৃষি কার্যক্রম নির্বিঘ্নে

চালিয়ে যেতে পারবেন। এতে করে এলাকার ধান ও অন্যান্য খরিপ ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। মাঠপর্যায়ের এই মনিটরিং ও নজরদারি কার্যক্রম সারা মৌসুমজুড়ে অব্যাহত থাকবে বলে কৃষি অফিস সূত্রে জানা গেছে।

ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থান উপলক্ষ্যে দামুড়হুদায় বিএনপির প্রস্তুতিসভা ও দোয়া

আগামী ৫ আগষ্ট ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থান পালনের প্রস্তুতিসভা ও দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আব্দুল রহিমের মৃত্যুতে দোয়া অনুষ্ঠিত হয়েছে।

দামুড়হুদা উপজেলার বিএনপির আয়াজনে গতকাল রবিবার বেলা ৪ টার দিকে দলীয় অস্থায়ী কার্যালয়ে এই প্রস্তুতি সভা ও দোয়া অনুষ্ঠিত হয়।

দামুড়হুরা উপজেলা বিএনপির সহ-সভাপতি আব্দুল ওয়াহেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রস্তুতি সভা ও দোয়া অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা বিএনপি সাধারণ সম্পাদক রফিকুল হাসান তনু।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক মন্টু মিয়া, সাংগঠনিক সম্পাদক আবুল হাশেম।

আরো উপস্থিত ছিলেন, দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন বিএনপির যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক আনছার আলী, সাংগঠনিক সম্পাদক গোলাম কবির, জুড়ানপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ইদ্রিস আলী, সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমিন, নতিপোতা ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি মাসুদ রানা, সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম, নাটুদহ ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি শামসুল আলম, সাধারণ সম্পাদক ওসমান গনি, কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি শামসুল আলম, যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক জুলফিকার আলি ভুট্টু, হাউলী ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ইউসুফ আলী, উপজেলা মহিলা দলের সভানেত্রী ছালমা জাহান পারুল, সদস্য সচিব বেবি খাতুন, উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক

মাহাবুবুর রহমান বাচ্চু, সদস্য সচিব মাহফুজুর রহমান মিল্টন, কৃষক দলের যুগ্ন-আহ্বায়ক মতিন, স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক ইকরামুল হক, সদস্য সচিব জাকির হোসেন, মৎস্যজীবি দলের আহ্বায়ক আব্দুল কাদের, সদস্য সচিব আমিরুল ইসলাম সহ বিভিন্ন অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের শতাধিক নেতাকর্মী।